দৈনিক
ইত্তেফাক

25 MAR 2012
২০

ঢাবিতে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইতিহাসবিদ ও বিশেষজ্ঞরা প্রায় ত্রিশটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থান করছেন। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অতীত পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাবিতে দক্ষিণ এশিয়ার

২০ পৃষ্ঠার পর

ও বর্তমানের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রদান করাই এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বলে জানালেন আয়োজকরা।

সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এবিএম হাবিবুল্লাহ আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গবেষণা জগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। কীর্তিমান এ পুরুষ অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তার উন্নত চরিত্র, প্রশাসনিক দক্ষতা, মানবিক মূল্যবোধ, সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম আজো সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে রয়েছে। কৃতী এ শিক্ষাবিদ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন।

উদ্বোধনী পর্বের মূল প্রবন্ধকার অধ্যাপক বরুণ দে বলেন, বরেণ্য ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। যে কোন সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি যুগপোযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

কমিটির সদস্য সচিব এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. তৌফিকুল হায়দার বলেন, এ সম্মেলনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সুসংহত ধারণা পাবে তরুণ প্রজন্ম।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. এ এফ সালাউদ্দিন আহমেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের 'টাগোর ন্যাশনাল ফেলো ইন কালচারাল রিসার্চ' অধ্যাপক বরুণ দে। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এনামুল হক, ড. হাবিবুল্লাহর কন্যা অধ্যাপক জুলেখা হক, কমিটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক এবিএম হাবিবুল্লাহ ১৯১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সালে ঢাকায় মারা যান। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমীর সভাপতি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ফেলো, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।